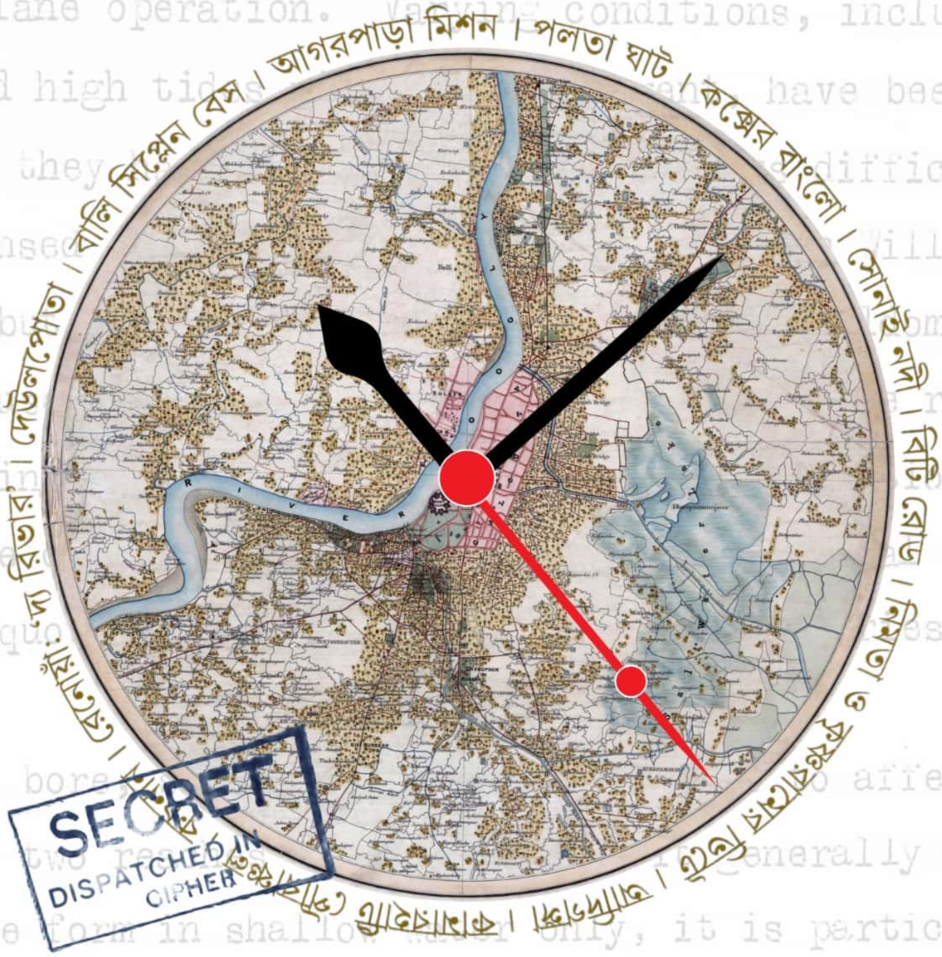


ঘাট, গির্জা, বন্দর ও অন্যান্য বিস্মৃতি

তন্ময় ভট্টাচার্য

Scanned with OKEN Scanner

ঘাট, গির্জা, বন্দর ও অন্যান্য বিস্মৃতি

তন্ময় ভট্টাচার্য

তবুও প্রয়াস

GHAT, GIRJA, BONDOR O ONNYANYO BISMRITI
A collection of Bengali Essays by Tanmoy Bhattacharjee

প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০২৬
গ্রন্থস্বত্ব: তন্ময় ভট্টাচার্য
প্রচ্ছদ: তন্ময় ভট্টাচার্য
প্রচ্ছদে ব্যবহৃত মানচিত্র: Map of the country 10 miles round Calcutta, Survey of India, 1853

ISBN: 978-93-48855-12-1

তবুও প্রয়াস প্রকাশনী কর্তৃক ১৯/২ রাধানাথ মল্লিক লেন (দ্বিতল)
কলকাতা ৭০০০০২ থেকে প্রকাশিত
মোবাইল: ৮৬৪১৯৩৭৩৫৬, ৯৮৩৬৯২৯৫৮০
ই-মেল: tobuoproyasprokashoni@gmail.com

অক্ষর বিন্যাস
তন্ময় ভট্টাচার্য

মুদ্রণ: এসএসএস এন্টারপ্রাইজেস
২এ, মানিকতলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট কলকাতা ৭০০০০৯

দাম: ৫৫০ টাকা

লেখক ও প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশের কোনোরকম পুনর্মুদ্রণ বা প্রতিলিপি কিংবা ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে পুনঃপ্রকাশ/পুনরুদ্ধার করা যাবে না। আলোচনা বা সমালোচনার সুবিধার্থে বইটির কোনো অংশবিশেষ উদ্ধৃতি হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

Scanned with OKEN Scanner

খোঁজার পরিশ্রম ও খুঁজে পাওয়ার আনন্দগুলিকে

Scanned with OKEN Scanner

অন্যান্য বই:

বেলঘরিয়ার ইতিহাস সন্ধানে, ২০১৬; পরিবর্ধিত সংস্করণ: ধানসিড়ি, ২০২১

বাংলার কাব্য ও মানচিত্রে উত্তর চব্বিশ পরগনা ও হুগলি জেলার গঙ্গা-তীরবর্তী জনপদ (১৪৯৫-১৮৭৩), মাস্তুল, ২০২৩

সম্পাদিত বই:

না যাইয়ো যমের দুয়ার (ভ্রাতৃদ্বিতীয়া-বিষয়ক প্রথম বাঙ্গালা গ্রন্থ), তবুও প্রয়াস, ২০২১

দেশভাগ এবং... (নির্বাচিত কবিতা ও গান), সৃষ্টিসুখ, ২০২২

ঈর্যাক্ষাৎকার (সাক্ষাৎকার সংকলন), সৃষ্টিসুখ, ২০২৫

Scanned with OKEN Scanner

প্রাক্‌কথন

'বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হইব, যদি না পারি ঐতিহাসিক হইব। যদি কবি হওয়া প্রতিভায় না কুলায়, তবে ঐতিহাসিকের পরিশ্রমলব্ধ প্রতিষ্ঠা হইতে আমায় বঞ্চিত করে, কার সাধ্য?'— লিখেছিলেন দীনেশচন্দ্র সেন। চোখ যায় 'পরিশ্রমলব্ধ' শব্দটির দিকে। ইতিহাসচর্চার সঙ্গে পরিশ্রমের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। বিদ্যায়তনিক পথে হোক বা স্বাধীনভাবে, পরিশ্রম বিনে অধরাকে ধরা মুশকিল। বর্তমান বইটিও, যেমনই হোক, পরিশ্রমেরই ফসল।

'ঘাট, গির্জা, বন্দর ও অন্যান্য বিস্মৃতি'— এই শিরোনামের মধ্যেই লুকিয়ে বইটির বিষয়বস্তু। ইতিহাসের বিভিন্ন উপাদান, যার সঙ্গে আঞ্চলিকতা তীব্রভাবে জড়িয়ে এবং যা প্রায়-বিস্মৃত, সেগুলিই ধরা পড়েছে এ-বইয়ে। বস্তুত, বিভিন্ন পরিসরে আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চা ধারাবাহিকভাবে হয়ে এলেও, অনেক বিষয় এখনও অনালোচিতই থেকে গেছে। কোনো বিষয় হয়তো সার্বিক জনপদের ভগ্নাংশমাত্র, কিন্তু তা নিয়ে বিস্তারে আলোচনা করলে জনপদের সঙ্গে তার বোঝাপড়া স্পষ্ট হয়ে ওঠে, এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে জনপদ-নিরপেক্ষভাবে 'একক' হয়ে উঠতেও অসুবিধা হয় না। বর্তমান বইয়ের বিষয়গুলি সেই প্রবণতারই অনুসারী। সার্বিক জনপদের সঙ্গে তার সম্পর্ক ক্ষীণ, কিন্তু এককভাবে সেগুলির গুরুত্ব অপরিসীম। আর, বর্তমানে বিলুপ্ত বলেই হয়তো, ফিরে দেখাও নিতান্ত জরুরি।

বর্তমান বইয়ে যে-বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে, সেগুলির অধিকাংশই ইতিপূর্বে বাংলাভাষায় সবিস্তারে চর্চিত হয়নি। তবে আলোচনা ও নথিভুক্তিকরণের বাইরেও যা থেকে যায়, তা হল প্রয়োজনীয়তা। এ-বইয়ের প্রায় প্রত্যেকটি বিষয়ই আঞ্চলিক ইতিহাসের উপাদান, তবে তার পাশাপাশি সেগুলির ভৌগোলিক অবস্থানও গুরুত্বপূর্ণ। আদিগঙ্গা ও কুচনান বাদে প্রত্যেকটিরই অবস্থান বর্তমান কলকাতার সীমার বাইরে। ফলে, অবস্থানগত দিক দিয়ে সেগুলির স্বাতন্ত্র্য ও নিজস্ব জনপদের সঙ্গে আদানপ্রদান লক্ষণীয়। আবার তার পাশাপাশি কলকাতার সঙ্গে বোঝাপড়াও নজর এড়ায় না। রাজধানী থেকে বিচ্ছিন্ন অথচ তার সঙ্গে নিয়ত যোগাযোগ বিষয়গুলিকে অন্য মাত্রা দিয়েছে। আবার, ব্রিটিশ ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ায়, আন্তর্জাতিকতার গুরুত্বও বহন করে বেশ-কিছু বিষয়। ফলে, সব মিলিয়ে কলকাতা থেকে ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন অথচ ইতিহাসের প্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকেই প্রধানত আলোচনায় আনা হয়েছে এই বইয়ে।

এ-বইয়ের প্রথম নিবন্ধ বালি সিপ্লেন বেস নিয়ে। দমদম বিমানবন্দরের পাশাপাশি, কলকাতার উত্তরে বালিতে একসময় গড়ে উঠেছিল সিপ্লেন বেস, যেখানে গঙ্গাবক্ষে বিমান অবতরণ করত। সেইসঙ্গে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ-ব্যবস্থার অন্যতম সংযোগসূত্রও হয়ে উঠেছিল এই এলাকা।

Scanned with OKEN Scanner

বিভিন্ন নামের পাশাপাশি, 'জলবিমান ঘাঁটি'-ও বলা হত এটিকে, বলা হত 'মেরিন এয়ারপোর্ট'-ও। বর্তমান গ্রন্থের শিরোনামে 'বন্দর' শব্দটি সিপ্লেন বেস-এরই ইঙ্গিত বহনকারী।

পরবর্তী নিবন্ধ দক্ষিণেশ্বরের দেউলপোতা নিয়ে। এমন এক রহস্যময় অঞ্চল, যা নিয়ে এক শতাব্দীরও অধিক সময় ধরে ঘোরাফেরা করে মিথ। সামান্য খননেই উঠে আসে বিভিন্ন প্রত্নবস্তু, এমনকি এককালে দেখা যেত উঁচু টিপিও। কথিত, মাটির নীচে লুকিয়ে আছে প্রাচীন প্রাসাদ ও মন্দির। সেইসব মিথ ও সম্ভাবনাই আলোচিত হয়েছে এই নিবন্ধে।

তৃতীয় নিবন্ধটি আগরপাড়া মিশনকেন্দ্রিক। উনিশ শতকে চার্চ মিশনারি সোসাইটির অধীনে আগরপাড়ায় গঙ্গাতীরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে তৈরি হয়েছিল অনাথালয়, গির্জা ও স্কুল। মিশনারিদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ছড়িয়ে পড়ে এই এলাকা থেকেই, তৈরি হয় ভিন্ন এক বাস্তুতন্ত্র। কালক্রমে বিলীন প্রায় সবই, হারিয়েছে বিখ্যাত সেই গির্জাও। বইয়ের শিরোনামে ব্যবহৃত 'গির্জা' শব্দটি আগরপাড়া মিশনের সঙ্গেই জড়িত।

চতুর্থ নিবন্ধ নিমতা জনপদ নিয়ে। নিমতা কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের জন্মস্থান। তাঁর মাতুলালয়ের অনুসন্ধানের পাশাপাশি, এ-নিবন্ধের অন্যতম লক্ষ্য প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কবি কৃষ্ণরাম দাসের জন্মভিটের অনুসন্ধান। বিভিন্ন ঐতিহাসিক সূত্র ও সম্ভাবনা জুড়ে-জুড়ে, কৃষ্ণরামের জন্মভিটের স্থান আপাতভাবে চিহ্নিত করতে পেরেছি আমরা। সাহিত্যের ইতিহাসের নিরিখে এ এক গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধার।

পঞ্চম নিবন্ধের বিষয় একটি হারিয়ে যাওয়া নদী—সোনাই। বারাকপুর মহকুমার ওপর দিয়ে একসময় বয়ে যেত এই নদী। আজও কিছু বিক্ষিপ্ত অঞ্চলে দেখা যায় সেই চিহ্ন। যে-নদীর তীরে একদিন গড়ে উঠেছিল একাধিক সমৃদ্ধ জনপদ, তার বিলুপ্তি নিঃসন্দেহে পীড়াদায়ক। সোনাই-সংক্রান্ত আলোচনায় নদীটির সম্ভাব্য গতিপথ, বিলুপ্তির কারণ সহ বিভিন্ন বিষয় উঠে এসেছে। সেইসঙ্গে রয়েছে নদীকেন্দ্রিক একটি আন্দোলনের তথ্যাদিও।

ষষ্ঠ নিবন্ধ একটি বাংলো নিয়ে—কক্সের বাংলো, অবস্থান বিটি রোডের পাশে। উনিশ শতকে এই বাংলো ছিল যাত্রীদের ঘোড়াবদলের অন্যতম ঠিকানা, সেইসঙ্গে সরাইখানাও। গোটা শতক জুড়েই কক্সের বাংলোকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে বিভিন্ন ঘটনাবলি। কালক্রমে, বিশ শতকে পৌঁছে বিলুপ্ত হয়েছে সেই ঠিকানা, মুছে গেছে মানুষের স্মৃতি থেকেও।

সপ্তম নিবন্ধের বিষয় পলতা ঘাট। পলতায় অবস্থিত এই ঘাটটি একসময় ছিল গঙ্গাবক্ষে যাত্রী-পারাপারের অন্যতম ঠিকানা, বলা হত 'গ্র্যান্ড ফেরি'-ও। বস্তুত, জিটি রোডের সংযোগসূত্র হিসেবে এই ঘাটের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। উনিশ শতকে বারবার ঘটনাবহুল হয়ে উঠেছে ঠিকানাটি, স্থানিক গুরুত্বের কারণে গড়ে উঠেছিল সমাধিক্ষেত্রও। এ ছাড়াও, কলকাতা থেকে হুগলিতে যাতায়াতের ক্ষেত্রে, ঘাটটি ছিল বিকল্পহীন। সেই সূত্রেই পরিকল্পিত হয় রেলব্রিজ নির্মাণও। বর্তমান বইয়ের শিরোনামে 'ঘাট' শব্দটি পলতা ঘাটেরই ইঙ্গিতবাহী।

অষ্টম নিবন্ধ কলকাতার নিকটবর্তী একটি জনপদ— কুচনান নিয়ে, যার নামটিও বিলুপ্ত হয়েছে কালের গ্রাসে। অথচ প্রাগাধুনিক কাব্যগুলিতে বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে এর উল্লেখ মেলে। পরবর্তীতে নিছক তাৎপর্যহীন অঞ্চল হিসেবে বেশ-কয়েক শতক টিকে থাকলেও, বিশ শতকে পৌঁছে নগরায়ণের চাপে চরিত্র ও 'অস্তিত্ব' হারিয়েছে এককালের বিখ্যাত ঠিকানা, কুচনান।

নবম নিবন্ধ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শুটিং লোকেশন নিয়ে। বিখ্যাত ফরাসি চিত্রপরিচালক জঁ রেনোয়াঁ তাঁর 'দ্য রিভার' চলচ্চিত্রের কিয়দংশ শুত করেছিলেন বারাকপুর, সুকচর, পানিহাটি, আগরপাড়া ইত্যাদি জনপদে। সেই সূত্রে, ক্যামেরাবন্দি হয়েছিল সেখানকার কিছু ঐতিহাসিক

Scanned with OKEN Scanner

স্থাপত্যও। ৭৫ বছর পরে, সেই স্থাপত্যগুলির বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও চলচ্চিত্রের সঙ্গে তুলনাই এই নিবন্ধের লক্ষ্য। পাশাপাশি, সময়ের সঙ্গে আঞ্চলিক ইতিহাসের উপাদানের বিবর্তন বুঝতে চাওয়া, যা বৃহত্তর অর্থে জনপদের চরিত্রবদলের প্রবণতাকেই ধারণ করে।

দশম নিবন্ধটি আদিগঙ্গাকেন্দ্রিক। মূলত আদিগঙ্গা কবে থেকে 'আদি'— সেই উত্তর খোঁজার প্রয়াস। এছাড়াও আদিগঙ্গার স্রোত কমে আসা ও হুগলি নদীর গতিপথ পরিবর্তন-সংক্রান্ত যে-তত্ত্বটি প্রচলিত, তা-ও খণ্ডন করা হয়েছে এই নিবন্ধে। এমনকি, আদিগঙ্গা ও তৎপরবর্তী হুগলি নদীর বর্তমান পথ যে একইসঙ্গে সজীব ছিল একসময়, তার সমর্থনেও তুলে ধরা হয়েছে বেশ-কিছু প্রমাণ।

একাদশ নিবন্ধ কামারহাটি পৌরাঞ্চলের অতীত-আলোচনা। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে চারটি জনপদ—কামারহাটি, আড়িয়াদহ, দক্ষিণেশ্বর ও বেলঘরিয়া নিয়ে তৈরি হয় কামারহাটি পৌরসভা। তবে তারও আগে কেমন ছিল এই এলাকাগুলি, তা ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দের একটি মানচিত্র বিশ্লেষণ করে বুঝতে চাওয়ার প্রয়াস। উঠে এসেছে বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান ও ঠিকানার কথা, যা ৫৮ বছর পরে পৌরসভা গঠনের সময় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। ফলে, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে এতদঞ্চলকে বুঝতে চাওয়ার সম্ভবত একমাত্র উপাদান আলোচ্য মানচিত্রটিই।

দ্বাদশ ও শেষ নিবন্ধের বিষয় বিটি রোড। কলকাতা ও উত্তর শহরতলির মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী এই রাস্তার অতীত ঘটনাবহুল। বর্তমান নিবন্ধে বিটি রোডের জন্ম ও শুরুর অর্ধশতাব্দী আলোচনার চেষ্টা হয়েছে। রাস্তার বিবর্তন, যাতায়াত ব্যবস্থা তথা ভৌগোলিক পরিসরে এর গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয় উঠে এসেছে নিবন্ধটিতে।

এ ছাড়াও, 'পরিশিষ্ট' অংশে রয়েছে দুটি মানচিত্র নিয়ে আলোচনা। বস্তুত, ২০২৩-এ প্রকাশিত 'বাংলার কাব্য ও মানচিত্রে উত্তর চব্বিশ পরগনা ও হুগলি জেলার গঙ্গা-তীরবর্তী জনপদ (১৪৯৫-১৮৭৩)' বইয়ে যে-মানচিত্রগুলি আলোচিত হয়েছে, সেগুলির সঙ্গে একত্রেই রাখা উচিত ছিল বর্তমান মানচিত্রদু-টি। কিন্তু তখন এগুলি নাগালে আসেনি। পূর্বোক্ত বইয়ের পরবর্তী সংস্করণে মানচিত্রদু-টি অন্তর্ভুক্ত করাই যুক্তিযুক্ত হত, কিন্তু তাতে যে-সমস্ত পাঠকের কাছে আগের সংস্করণটি আছে, তাঁরা বঞ্চিত হতেন। সেই বিবেচনায় বর্তমান বইয়ের 'পরিশিষ্ট' অংশে উপযুক্ত আলোচনা সহ সেগুলি সংযুক্ত করা হল। মানচিত্রদু-টির বিশেষত্ব হল, এগুলি বাংলাভাষায় অঙ্কিত, সময়কাল ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দ। আলোচ্য ভৌগোলিক পরিসরের প্রথম বাংলাভাষার মানচিত্র হিসেবেও চিহ্নিত করা যেতে পারে। ফলে, ঐতিহাসিক গুরুত্ব নিতান্ত কম নয়।

প্রতিটি নিবন্ধের সঙ্গেই সহায়ক সূত্র হিসেবে উপযুক্ত নথি, মানচিত্র ও আলোকচিত্র সন্নিবেশিত হয়েছে গ্রন্থসজ্জায়। পাশাপাশি, রয়েছে বিলুপ্ত বিষয় বা উপাদানগুলির স্থানের বর্তমান আলোকচিত্রও। যাবতীয় নথি ও প্রাচীন মানচিত্র সংগ্রহের জন্য একাধিক প্রতিষ্ঠানের কাছে আমরা ঋণী। সে-তালিকায় রয়েছে ব্রিটিশ লাইব্রেরি, ব্রিটিশ মিউজিয়াম, ইউনিভার্সিটি অব বার্মিংহাম, নিউইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরি, ন্যাশনাল আর্কাইভস অফ ইন্ডিয়া সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। ব্রিটিশ লাইব্রেরির ড্যানিয়েল উইলকিনসন ও আলিকি-আনাস্তাশিয়া আর্কোমনি, ব্রিটিশ মিউজিয়ামের গবেষণা-সহযোগী হানা পোলাস্কি, ন্যাশনাল আর্কাভস অফ ইন্ডিয়া-র রিচা পন্থ-কে কৃতজ্ঞতা জানাই। দেবায়ন বোস ও সুবর্ণকান্তি উত্থাসনী— যাঁরা আমার বিভিন্ন ক্ষেত্রসমীক্ষার সঙ্গী হয়েছেন, উপযুক্ত পরামর্শ ও আলোচনার মাধ্যমে সমৃদ্ধ করেছেন নিরন্তর— কোনো ধন্যবাদই যথেষ্ট নয় তাঁদের জন্য। এ-ছাড়াও প্রতিটি নিবন্ধের শেষে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের প্রতি যথাসাধ্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা হয়েছে। বইটি প্রকাশে উদ্যোগী হওয়ার জন্য 'তবুও প্রয়াস'

Scanned with OKEN Scanner

প্রকাশনাকে ধন্যবাদ। নিবন্ধগুলি ২০২৪-২৫ কালপর্বে প্রকাশিত হয়েছে বাংলালাইভ.কম, ডাকবাংলা.কম, রবিবারোয়ারি (এই সময়), অন্তরীপ, মেঘমুলুক, আখরকথা, কামারহাটি পৌরসভা ১২৫ স্মরণিকা ইত্যাদি অনলাইন ও মুদ্রিত মাধ্যমে। এই সূত্রে ধন্যবাদ জানাই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরও।

২০২২-২৩ সালে 'গঙ্গা-তীরবর্তী জনপদ'-এর কাজ করার সময়েই বর্তমান বইটির বিষয়গুলির মুখোমুখি হওয়া। তবে সেখানে এগুলি নিয়ে বিস্তৃত গবেষণা ও আলোচনার পরিসর ছিল না। সেই খেদটুকু মেটানো গেল 'ঘাট, গির্জা, বন্দর ও অন্যান্য বিস্মৃতি'-তে এসে। স্বাধীন গবেষণার পরিসর বরাবরই প্রতিকূল, মুখোমুখি হতে হয় অসংখ্য অবজ্ঞা ও প্রত্যাখ্যানের। সেসব বাধা পেরিয়েও যে বিষয়গুলি নিয়ে কাজ করা গেল, তার পিছনে মুখ্য ভূমিকা পরিশ্রমেরই। বিস্মৃতির অতল থেকে খুঁড়ে আনা এইসব উপাদান যদি আঞ্চলিক ইতিহাসের সঙ্গে পাঠকের বোঝাপড়াকে দৃঢ়তর করে, তাহলেই সার্থক হবে এ-বই।

তন্ময় ভট্টাচার্য
tanmoyb39@gmail.com
+91 96744 11671

Scanned with OKEN Scanner

বিষয়সূচি

পরিশিষ্ট

Scanned with OKEN Scanner

বর্তমান বইয়ে যে-বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে, সেগুলির অধিকাংশই ইতিপূর্বে বাংলা ভাষায় সবিস্তারে চর্চিত হয়নি। কলকাতা থেকে ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন অথচ ইতিহাসের প্রেক্ষিতে জরুরি উপাদানগুলিকে প্রধানত আলোচনায় আনা হয়েছে। স্থানিক সংস্কৃতির সঙ্গে আন্তর্জাতিকতার আদানপ্রদান ও সেই সূত্রে বৃহত্তর পরিসরকে ধরতে চাওয়াও অন্যতম লক্ষ্য। ১২টি ছোটো-বড়ো নিবন্ধের সংকলন এই বই।

দাম: ৫৫০.০০

Scanned with OKEN Scanner



তন্ময় ভট্টাচার্যর জন্ম ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪, বেলঘরিয়ায়। কারিগরিবিদ্যায় স্নাতক। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লেখালিখি করেন। উল্লেখযোগ্য বই—'বেলঘরিয়ার ইতিহাস সন্ধানে' (২০১৬), 'আত্মানং বিদ্ধি' (২০১৭), 'অবাঙ্মনসগোচর' (২০২৩), 'বাংলার কাব্য ও মানচিত্রে উত্তর চব্বিশ পরগনা ও হুগলি জেলার গঙ্গা-তীরবর্তী জনপদ' (২০২৩), 'পা কাটিয়া দিবার শতেক খেলাচ্ছল' (২০২৫) ইত্যাদি। সম্পাদিত বই—'সুবিমল বসাক সংকলন' (দুই খণ্ড), 'না যাইয়ো যমের দুয়ার', 'দেশভাগ এবং', 'ঈর্যাক্ষাৎকার' ইত্যাদি।

প্রচ্ছদ: তন্ময় ভট্টাচার্য

Scanned with OKEN Scanner

ধরুন, কলকাতার অদূরেই, মাঝগঙ্গায় এসে নামল প্লেন। কিংবা, মফস্সলের কোনো ঘাটের কাছে চলছে ডুয়েল লড়াই। একটা গির্জা, ভেঙে ফেলা হল শুধু জমি বিক্রি হবে বলে। একটা নদী, হারিয়ে গেল চিরতরে। এমনই বিভিন্ন ঘটনা ও বিষয়ের সংকলন এই বই। কলকাতার আশেপাশের এমন সব জায়গা ও প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা, যা একসময় ছিল উল্লেখযোগ্যতার শীর্ষে। কিছু প্রাসঙ্গিকতা বজায় রেখেছে আজও, কিছু তলিয়ে গেছে বিস্মৃতির অতলে। এ-বই আসলে শহরতলির এক মানচিত্র রচনারও প্রয়াস, যা পাঠককে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে অতীতে, হাজির করাবে তৎকালীন সময়ে। এ-বই যদি টাইম মেশিন না হয়, তাহলে পৃথিবীতে টাইম মেশিনের আবিষ্কার হবেও না কোনোদিন...

9 789348 855121

GHAT, GIRJA, BONDOR O ONNYANYO BISMRITI
A Collection of Bangla Essays
by Tanmoy Bhattacharjee

Rs. 550.00

Scanned with OKEN Scanner